বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৩৯.০০১.২২-৬৫১

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ০৩ অক্টোবর ২০২২

পরিপত্র-৩

বিষয়ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচন, ২০২২ উপলক্ষে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা ও রিটার্ন ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদের নির্বাচনের জন্য যেহেতু ইতিমধ্যে নির্বাচনি তফসিল ঘোষিত হইয়াছে সেহেতু জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪৮ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমে সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রার্থী আয়কর দাতা হলে আয়কর রিটার্ন, কর পরিশোধের প্রমাণপত্র ও অন্যান্য কাগজাদিও দাখিল করতে হবে। বিধিমালা অনুযায়ী এ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১। **সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণীতে তথ্য দাখিলঃ** (১) জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪৮ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে ফরম-''ঢ''-তে একটি বিবরণী দাখিল করতে হবে। তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে। যথাঃ-

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে উহার পরিমাণ এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) প্রার্থীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্জ করা হবে বা দান হিসেবে পাওয়া যাবে এরূপ সম্ভাব্য অর্থ এবং আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস ;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং

(ঘ) অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্য এরূপ অর্থ এবং উক্ত আয়ের উৎস।

ব্যাখ্যা- ''আত্মীয়-স্বজন'' অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নি।

(ঙ) ফরম 'ঢ' এর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত যে সমস্ত খাতে প্রাপ্য অর্থ ব্যয় হতে পারে তার একটি খাতওয়ারি ব্যয়ে হিসাব।

(২) বিধিমালার বিধি ৪৮ এর উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর সাথে; প্রার্থীর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর কপি, উপবিধি (২) এ উল্লিখিত সম্পদ বিবরণী সম্বলিত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং তার একটি কপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত কোন উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি অনুরূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্বাচনে ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সাথে এইরূপ প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করবেন।

৩। **আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রঃ** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রার্থীকে, (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রার্থীর সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপিও রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ঈ) অনুসারে পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ব্যতীত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য প্রার্থীদের ১২ (বার) ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি বা সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি দাখিল বাধ্যতামূলক নয়।

৪। **ব্যয় নির্বাহের সম্ভাব্য উৎসের সম্পূরক বিবরণী দাখিলঃ** যদি প্রার্থী বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১)-এর অধীন দাখিলকৃত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে উল্লিখিত কোন উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি অর্থ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সাথে এরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করবেন।

G:\Circular\Zilla Parishad Circular\ZP_PORIPATRA3.doc

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৫। **নির্বাচনের ব্যয়ের সীমা:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪৯ এর বিধান অনুসারে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর ব্যয়ের সীমা নির্ধারিত রয়েছে। প্রত্যেকটি পদে উল্লিখিত ব্যয় ব্যক্তিগত খরচ ও নির্বাচনি খরচ এ দু'ভাগে আলাদাভাবে উল্লেখ আছে। নিম্নে তা বিস্তারিত দেয়া হল:

(১) **চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের ব্যয়ের সীমা:** (ক) ব্যক্তিগত ব্যয়ের সীমা: চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

(খ) নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা: চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশে নির্বাচনি ব্যয় বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয় করতে পারবেন। উল্লিখিত বিষয়টি বিভিন্ন চেয়ারম্যান প্রার্থীদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠক, বিভিন্ন মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সম্ভাব্য সকল পন্থায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) **সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদের নির্বাচনের ব্যয়ের সীমা:** (ক) ব্যক্তিগত ব্যয়ের সীমা: সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

(খ) নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা: সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশে নির্বাচনি ব্যয় বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

৬। **ব্যক্তিগত ব্যয় ও নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** প্রার্থীদের নির্বাচনে ব্যক্তিগত ব্যয় ও নির্বাচনি ব্যয় সীমার পরিমাণ এবং নির্বাচনি ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলের বিষয়টি প্রার্থীদের অবহিত করা এবং প্রার্থীর উক্ত তথ্যাদি নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসার ভোটারদের মাঝে ব্যাপক প্রচার করবেন এবং মনোনয়নপত্র দাখিলে ইচ্ছুক সকলকে অবহিত করতে হবে।

৭। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ঃ** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। এ বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে।

৮। **নির্বাচনি ব্যয়ের অর্থ খরচের ক্ষেত্রসমূহঃ** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এ যে সকল ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ দেয়া আছে, সে সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন করতে হবে। আচরণ বিধিতে উল্লিখিত বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না, করলে তা আইনত দন্ডনীয় হবে এবং বিষয়টি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

৯। **নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং অর্থ ব্যয় করাঃ** চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট বা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৪৯ এর অধীন নির্বাচনি ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বেই কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি আলাদা নতুন একাউন্ট খুলতে হবে এবং উক্ত একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য সকল অর্থ খরচ করতে হবে। উক্ত একাউন্ট নম্বর পূর্বেই রিটার্নিং অফিসারকে জানিয়ে দিতে হবে। সুতরাং নতুন একাউন্ট খোলা এবং নির্বাচনের সকল ব্যয় উক্ত একাউন্ট হতে করার বিষয়টি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১০। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন, হলফনামা ইত্যাদি দাখিল এবং দাখিলের সময়সীমাঃ** নির্বাচিত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টকে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

১১। **নির্বাচনি এজেন্ট সম্পর্কিত হলফনামা দাখিলঃ** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫১ এর উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হলফনামা ফরম-'ত' অনুসারে, যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হলফনামা ফরম-'ত-১' অনুসারে এবং নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা ফরম-'ত-২' অনুসারে সংযুক্ত করতে হবে।

১২। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের বিষয়বস্তুঃ** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবেঃ-

(ক) বিল, ভাউচারসহ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন হতে প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের বিবরণী যাতে সকল বিল, ভাউচার ও রসিদ এর উল্লেখ থাকবে;
(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা একাউন্টে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণী (Statement) এর একটি কপি;
(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ (যদি থাকে);
(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিতর্কিত দাবির বিবরণী;
(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির একটি বিবরণী; এবং
(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, তা প্রাপ্তির প্রমাণসহ উক্ত প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে একটি বিবরণী।

১৩। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা ও ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রার্থী/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করাঃ** সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে উল্লিখিত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা, সময়সীমা এবং ক্ষেত্রসমূহ অবহিত করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যাতে উল্লিখিত কার্যাদি যথাসময়ে ও যথানিয়মে প্রতিপালন করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ।**-জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫২ অনুসারে—
(১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ৫১ এর অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন তার অফিসে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করবেন। উক্ত রিটার্ন নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(২) বিধি ৫২ এর উপবিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন বা উহার কোন অংশের কপি, পৃষ্ঠা প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা প্রদান সাপেক্ষে, যেকোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করা যাবে।

১৫। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

৩/১০/2022

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail: ecsemc2@gmail.com

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ----------(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩। অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৫। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০১০.০৭৯.৩৯.০০১.২২-৬৫১

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ০৩ অক্টোবর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল) বিভাগ
১১. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার.....(সংশ্লিষ্ট) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১২. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৩. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৪. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)

১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com